# জর্জ স্পটলাইট

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

সংখ্যা ঃ ৫ • ১৬ নভেম্বর, ২০২৪

ARUNIMA KARMAKAR
Graphic Designer

## অরুনীমার অন্য লড়াই, গ্রাফিক্সই তাঁর জীবন, পেশার আঙিনাও

প্রতিটা মানুষের জীবনে কোনও না কোনও লড়াই থাকে, অরুনীমা কর্মকারের ক্ষেত্রেও তাই। বাবার ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে, তিনটি করোনারি ব্লকেজও ছিল। মেয়েকে নিয়ে দুর্ভাবনা ছিল। একমাত্র সন্তান ভবিষ্যতে কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। অরুনীমার বাবার ইচ্ছে ছিল, মেয়েকে সায়েন্স নিয়ে পড়িয়ে ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার করবেন। কিন্তু মেয়ে বেছে নিয়েছিল অন্য লক্ষ্য। তাই জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের এই কৃতি ছাত্রী জর্জ অ্যানিমেট্রিক্স বিভাগে পড়ে ব্যতিক্রমী পথ বেছে নিয়েছিলেন।

সেইসময় করোনা মহামারি চলছে, অরুনীমা ওই বিভাগে পড়াশুনা করে এখন রীতিমতো পেশাদারী আঙিনায় পা রেখেছেন। তিনি নিজের লক্ষ্যে সফল। বরাবরই আঁকায় আগ্রহ ছিল। কালার পেইন্টিং নিয়ে বেশ কয়েকটি কাজ করেছেন। তাই সেই বিষয়ে আত্মবিশ্বাস ছিলই। সেই নিয়ে জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষা তাঁকে আগামী জীবনের পথ দেখিয়েছে। অরুনীমা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন বেহালা শ্যামসুন্দরী বিদ্যাপীঠ থেকে। বাবা বাড়িতে শয্যাশায়ী, মা সংসার চালান টেলারিং এর কাজ করে। এখন ২০ বছরের অরুনীমার একটাই লক্ষ্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সংসারের হাল ধরার।

## জর্জ টেলিগ্রাফ পথ দেখিয়েছে, প্রিয়াঙ্কা চান গ্রাফিক্সের ক্যানভাসে অবাধ বিচরণ

PRIYANKA MAJHI
Graphic Designer, George Kids School

চোখে একরাশ স্বপ্ন, আরও বড় হওয়ার। মেদিনীপুরের ঘাটাল সোনাখালি থেকে কলকাতার ব্যস্ত শহরে চলে এসে থিতু হতে একটু সময় নিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা মাজী। বয়স ২২, জর্জ অ্যানিম্যাট্রিক্স ডিপার্টমেন্টের কৃতি ছাত্রী বর্তমানে জর্জ কিডস স্কুলের গ্রাফিক্স ডিজাইনার। গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক অশান্তির মধ্যেও নিজের লক্ষ্য স্থির রেখেছিলেন মেয়েটি। বাবা লালমোহন মাজী শিয়ালদহ বউবাজার অঞ্চলের স্বর্ণকার। পারিবারিক স্থিরতার অভাবের জন্যই মামা বাড়িতে মানুষ হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। তাঁর ছোটভাইও তাই। ছোটবেলা থেকে কঠিন চ্যালেঞ্জ নিতে শিখেছেন। আধুনিক প্রযুক্তি প্রতিদিন এগোচ্ছে দুর্নিবার গতিতে। গ্রাফিক্স ডিজাইনও তার বাইরে নয়। জর্জ অ্যানিম্যাট্রিক্স ডিপার্টমেন্টের সব ছাত্রছাত্রী আজ স্বাবলম্বী। ২০২১ সালে জর্জ টেলিগ্রাফে যোগদান। তিনি বলেছেন, ‘‘জর্জে যোগ দেওয়ার পরে আমার আত্মবিশ্বাস ও পরিধি বেড়েছে। নিজের কাজের বিষয়ে আরও যত্নশীল হয়েছি।’’ ছোটবেলা থেকেই দাদু দিদার কাছে মানুষ হয়েও সবসময় চেয়েছিলেন নিজের পায়ে দাঁড়াবেন। সেই কাজে সফল। তবে আরও অনেকটা পথ এগোতে চান। ছোটবেলা থেকেই আঁকতে ভালবাসতেন। কিন্তু গ্রাফিক্সের কাজ আরও জটিল। সেই কাজের ধারার সঙ্গে চলতে চান প্রিয়াঙ্কা। সর্বোপরি জর্জ টেলিগ্রাফ তাঁর পথ প্রদর্শক, মনে করেন তিনিও।